

## শিক্ষকদের ওপর তরল গ্যাস নিন্দনীয় : ড. মিজান

মাথাপি রিপোর্ট

আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর কীদানে গ্যাস ও তরল গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ নিন্দনীয় কাজ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। তিনি এটাকে 'অতি উৎসাহী' কিছু পুলিশের কাজ বলেও মন্তব্য করেন।

রোববার দুপুরে এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত নব-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানকে স্বাক্ষরকলিপি দিতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন।

ঐক্যজোটের সভাপতি মো. এশরাফ আলীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি দুপুর ১২টার নিকে মনবাজারে অবস্থিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মিজানুর রহমানের কাছে স্বাক্ষরকলিপি তুলে দেন।

শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর কীদানে গ্যাস ও তরল গ্যাস নিক্ষেপ প্রসঙ্গে ড. মিজান বলেন, 'নিন্দনীয় কাজ করেছে পুলিশ। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। জবিঘাতে এ ধরনের আচরণ না করার জন্য পুলিশকে বলব।'

পুলিশের সনালোচনা করে তিনি বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনের কেউ অতি-উৎসাহী হয়ে এটা করেছে।' জবিঘাতে এ ধরনের উৎসাহ না দেখানোর জন্য তিনি পুলিশের প্রতি অনুরোধ জানান।

আন্দোলনকারী ঐক্যজোটের দাবির প্রতি একান্তই পোষণ করেন মিজানুর রহমান। দাবিগুলো তিনি গ্যাস : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬ • ছবি : পৃষ্ঠা-৩

### গ্যাস শিক্ষকদের (শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরকারের কাছে জানাবেন বলেও আশ্বাস দেন শিক্ষক নেতাদের।

রোববার সকালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কার্যালয়ের সামনে অনশন পালনের কথা ছিল এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত ঐক্যজোটের। তবে বেলা ১১টার পর আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীরা কমিশন কার্যালয়ের সামনে এলে পুলিশ তাদের সরে যেতে বলে। বাধা উপেক্ষা করেই শেষ পর্যন্ত সেখানে অনশনে বসেন শিক্ষকরা।

রীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মডার্ন ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত (বেতন বারদ মানিত সরকারি টাকা) করাসহ ৪ দফা দাবিতে ৭ জানুয়ারি থেকে কর্মসূচি পালন করে আসছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট।

সোমবার থেকে পরপর ৩ দিন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তাদের অবস্থান ও মন্ত্রণালয় ছেড়াও কর্মসূচিতে বাধা দেয় পুলিশ।

একদিন পুলিশ-আন্দোলনকারী সংঘর্ষও হয়। বৃহস্পতিবার শহীদ মিনারে অনশন শুরু করলে কীদানে গ্যাস প্রয়োগ করে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শুক্রবারও বাধা দেয় পুলিশ। পুলিশ হলছে, অনুমতি না থাকায় শহীদ মিনারে কর্মসূচি করতে দেয়া হচ্ছে না।